রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ২৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৯, ২০১৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪১—৩৫৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৬৭—৭৯৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৪৭—১১৮৯
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪

নং ৫৩.০১০.০১৪.০০.০০.২৬০.২০০৪(১)-২৬—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর সংঘ বিধির ৫.১ এবং ৫.২ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন বর্ণিত ৩ (তিন) জন সদস্যকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদের ০২(দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে নিযুক্ত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও বর্তমান ঠিকানা	পদবী
১	২	৩
(১)	প্রফেসর নূরুল ইসলাম, ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, BUET	সদস্য
(২)	ড. সাইফুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ইউআইটিএস, প্রাক্তন প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
(৩)	জনাব আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রাক্তন সচিব	সদস্য

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

তারিখ, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৫৩.০১০.০১৪.০০.০০.২৬০.২০০৪(১)-৫৩—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর সংঘ বিধির ৫.১ এবং ৫.২ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন বর্ণিত ৪ (চার) জন কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে ০২(দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে নিযুক্ত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও বর্তমান ঠিকানা	পদবী
১	২	৩
(১)	প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ খান, চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	সদস্য-সাধারণ পর্ষদ
(২)	ড. এস. এম. জুলফিকার আলী, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ(BIDS)।	সদস্য-সাধারণ পর্ষদ
(৩)	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুব আলী, ভাইস চ্যান্সেলর, ডিন এন্ড হেড, এম এইচ স্কুল অব বিজনেস, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি।	সদস্য-সাধারণ পর্ষদ
(৪)	জনাব মোঃ আবদুল মালেক, প্রাক্তন সচিব।	সদস্য-সাধারণ পর্ষদ

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০১০.০১৪.০০.০০.২৬০.২০০৪(১)-৫৪—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর সংঘ বিধির ৮.৩ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন বর্ণিত ৩ (তিন) জন কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে ০২(দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে নিযুক্ত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও বর্তমান ঠিকানা	পদবী
১	২	৩
(১)	জনাব এ.এফ.এম এহিয়া চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।	সদস্য-পরিচালনা পর্ষদ
(২)	জনাব অমলেন্দু মুখার্জী, অতিরিক্ত সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	সদস্য-পরিচালনা পর্ষদ
(৩)	ড. নীলুফার বানু, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।	সদস্য-পরিচালনা পর্ষদ

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নেওয়াজ হোসেন চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং আর-৬/৭এন ৫৯/২০১৩-৯৩৯—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে বরগুনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ কামরুল আহ্সান (মহারাজ), পিতা-এ.বি.এম জাহানগীর হোসেনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩

নং বিচার-৭/২এন-৮৫/২০১৩-১৮৩৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে শ্যামলী রাণী, স্বামী অসীম কুমার রায়, মাতা-পঞ্চনী রাণী, গ্রাম খামার

পাড়া, ডাকঘর দুর্গাপুর, থানা-পার্বতীপুর, জেলা দিনাজপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হাবড়া, পলাশবাড়ী, মোমিনপুর মোস্তাফাপুর হামিদপুর, হরিরামপুর ইউনিয়নের জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০১৩-১৩৯—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব অসীম চন্দ্র দাস, পিতা-দুলাল চন্দ্র দাস, মাতা-সবিতা রানী দাস, ৩নং ইসদাইর রোড, মধ্য ইসদাইর, থানা-ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানা এলাকার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০১৩-১৪০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পিতা-মৃত-মনমোহন ভট্টাচার্য্য, মাতা-মৃত নীহার বালা ভট্টাচার্য, ৯০ ডি. এন রোড, গোয়ালপাড়া, উপজেলা-নারায়নগঞ্জ সদর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়নগঞ্জ জেলার সিটি কর্পোরেশনের ৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,২৪ ও ২৫ নং ওয়ার্ডের জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫০/২০১৩-১৪১—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব কৃষ্ণ গোপাল শর্মা, পিতা-মৃত-ননী গোপাল শর্মা, মাতা-বীনা রানী শর্মা, গ্রাম-দিঘীর পাড়, ডাকঘর-মাছুমাবাদ, উপজেলা-রূপগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলা-রূপগঞ্জ পৌরসভা এলকার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/২০১৩-১৪৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব নারায়ন সরকার, পিতা-দুর্গাচরন সরকার, মাতা-বিদ্যা রানী সরকার, গ্রাম-দুর্গাপুর, পোঃ-বড়বাড়ী, থানা-কোতয়ালী, জেলা-রংপুর,) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডের জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৮৮/২০১৩(অংশ)-১৪৯—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সাধন চন্দ্র ভৌমিক, পিতা-মৃত-জীতেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, মাতা-মৃত-লাবন্য প্রভা ভৌমিক, গ্রাম-গাজীপুর, ডাকঘর-উত্তর গাজীপুর, উপজেলা-লাকসাম, জেলা-কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার বাকই, মুদাফফরগঞ্জ, কান্দিরপাড় ও গোবিন্দপুর ইউনিয়ন এলাকার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৯৬/২০১৩-১৫০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব সজল কুমার রায়, পিতা-মৃত-চৈতন্য চরণ রায়, মাতা-সুরুচী বালা রায়, গ্রাম-জগতপুর, ডাকঘর-আজমিরীগঞ্জ, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবীগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৮০/২০১৩-১৫৫—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব পরিতোষ কুমার মোদক, পিতা-অজিত কুমার মোদক, মাতা-নিলীমা রানী মোদক, গ্রাম-খামার, ডাকঘর-বোতল হাটখোলা, উপজেলা-চৌহালী,, জেলা-সিরাজগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৬৭/২০১৩-১৫৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (শিপ্রা রানী সাহা, পিতা-মৃত সুশীল চন্দ্র সাহা, মাতা-শশীমুখী সাহা, গ্রাম-দক্ষিণ মোহাম্মদপুর, ডাকঘর-কল্যান্দী, উপজেলা-সেনবাগ, জেলা-নোয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসনঃ (বস্ত্র-১) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ ফাল্গুন ১৪২০/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ২৪.০২.০০০০.১১৫.২৭.০০১.১৩-৫৯—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল বাছেদ মিয়া, অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (বর্তমানে বস্ত্র দপ্তরে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩ (বি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে ১/২০১৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজ্জু করতঃ তাঁকে চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত কিংবা অন্যকোন দণ্ড আরোপ করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুল বাছেদ মিয়া, অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (বর্তমানে বস্ত্র দপ্তরে সংযুক্ত) উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন এবং এ প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত পূর্বক জনাব মোঃ আব্দুল বাছেদ মিয়া, অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (বর্তমানে বস্ত্র দপ্তরে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সাথে দ্বিমত পোষণ করা হয়নি;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ আব্দুল বাছেদ মিয়া, অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী (বর্তমানে বস্ত্র দপ্তরে সংযুক্ত) কে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩ (বি) ধারার অসদাচরণের অভিযোগে হতে একই বিধিমালার ৭(৫) বিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি বস্ত্র দপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফণী ভূষণ চৌধুরী
সচিব।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক , টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
কোম্পানী-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ ফাল্গুন ১৪২০/ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০১৪.১৩-৭০—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রাক্তন চীফ সুপারিন্টেনডেন্ট (তার), কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস, নন্দনকানন, বিটিসিএল (বিলুপ্ত বিটিটিবি), চট্টগ্রাম-কে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ০৯-০৩-২০১১ তারিখের পিটি/শাখা-২/১ই-৭/২০০৮-১২২ নং স্মারকে অস্ট্রেলিয়ায় চাকরিতে যোগদানের জন্য ২(দুই) বছরের জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা হয় এবং আপনাকে বিটিসিএল হতে ২০-০৩-২০১১ তারিখ অপরাহ্নে বিমুক্ত করা হয়। সে মোতাবেক আপনার অনুমোদিত ছুটির মেয়াদ ২০-০৩-২০১৩ তারিখে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু, অনুমোদিত ছুটি শেষেআপনি নিজ কর্মে যোগদান করেননি কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে ২১-০৩-২০১৩ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে নিজ কর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

২। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম-এর এহেন আচরণ কর্তৃপক্ষের আদেশ অবজ্ঞাকরণ ও কর্তব্যে চরম অবহেলার সামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিত থাকার দায়ে অভিযুক্ত করে আপনাকে এ বিভাগের ২৭-০৫-২০১৩ তারিখের ১৮৭ সংখ্যক স্মারকে অভিযোগনামা জারিপূর্বক ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়, যা আপনার স্থায়ী এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

৩। যেহেতু আপনি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম ১ম কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে নির্ধারিত সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি মর্মে জবাব দাখিল করেন। আপনি আপনার জবাবের সাথে বিভিন্নসময়ে ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারি সনদ দাখিল করায় বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ার আপনার অসুস্থতার স্বপক্ষে যাবতীয় কাগজপত্র নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত করে প্রেরণ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়। এ ছাড়া, আপনার অনুপস্থিতির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএলকে অনুরোধ জানানো হয়;

৪। যেহেতু, আপনার নিকট হতে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত আপনার অসুস্থতার কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু, বিটিসিএল আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করে;

৫। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় কেন আপনাকে সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" শাস্তি প্রদান করা হবে না, সে মর্মে একই অধ্যাদেশের ৫(২) বিধি মোতাবেক ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য এ বিভাগের গত ১০-০৭-২০১৩ তারিখের ২২৪ নং স্মারকের ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়, যা গত ৩০-০৭-২০১৩ তারিখে "দৈনিক সমকাল" এবং ৩০-০৭-২০১৩ তারিখে "The Daily NewAge" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আপনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের যে জবাব প্রদান করেন তাও সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়নি;

৬। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম-এর ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) বিধি অনুযায়ী আপনাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের ১৭-১১-২০১৩ তারিখের ৪১৭ সংখ্যক স্মারকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ/মতামত চাওয়া হলে আপনাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" শাস্তি আরোপে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে পিএসসি'র বিগত ১৮-১২-২০১৩ তারিখের ৫৬১ সংখ্যক স্মারকে একমত পোষণ করা হয়।

৭। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত পাওয়ার পর আপনি মোঃ শহীদুল ইসলাম-কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" এর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়।

৮। এক্ষণে, সেহেতু কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিত থাকার অপরাধে আপনি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, প্রাক্তন চীফ সুপারিন্টেডেন্ট (তার), কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস, নন্দনকানন, বিটিসিএল (বিলুপ্ত বিটিটিবি), চট্টগ্রামকে সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) বিধি অনুযায়ী অনুপস্থিতির তারিখ ২১-০৩-২০১৩ থেকে "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক
সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৫৬.০০.০০০০.০১৬.০২২.০০১.২০১৪-৩৫—নারীর সামগ্রীক উন্নয়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' বাস্তবায়নকল্পে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক করণীয় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসুচী বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১২-০১-২০১৪ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ০৮ (আট) সদস্যের নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) উপ-প্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-১, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

(৩) সহকারী সচিব, আইসিটি শাখা-১, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

(৪) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি।

(৫) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।

(৬) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এর একজন প্রতিনিধি।

(৭) আইসিটি অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

(৮) সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, প্রশাসন-২ শাখা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

i. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর আলোকে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ii. আইসিটি বিভাগের চলমান/প্রস্তাবিত প্রকল্প/কর্মসূচি পর্যবেক্ষণপূর্বক জেন্ডার প্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্ত করা ও জেন্ডার সম্পর্কিত হালনাগাত ডাটা ও তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।

iii. তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন পলিসিতে নারী উন্নয়ন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা;

iv. কমিটি কর্তৃক প্রতি ৩ মাস অন্তর সভা করা।

v. উপরোক্ত TOR এর আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রুমানা খোরশেদ
সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ ফাল্গুন ১৪২০/ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং তম/টিভি-২/১ডি-৫/২০১৩/১০০—রীট পিটিশন নং-১২৮১/২০০৮ ও ৬৮৬২/২০০৮ এর প্রেক্ষিতে গত ১৬-৮-২০০৯ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাস্তবায়নের জন্য 'কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন-২০০৬' এর ধারা ১৭(৭) এবং 'কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১০' এর বিধি ৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেবল্ টিভি গ্রাহকদের সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নিম্নবর্ণিত হারে মাসিক সংযোগ ফি পুনঃ নির্ধারণ এবং ফিড অপারেটরদের খরিদ মূল্য নির্দেশক্রমে নির্ধারণ করা হলঃ

ক্রমিক নং	চ্যানেলের সংখ্যা	গ্রাহক প্রতি সংযোগ ফি'র হার	ফিড অপারেটরদের খরিদ মূল্য
(১)	ন্যূনতম ১০ টি পে-চ্যানেলসহ মোট ৩০ টি চ্যানেল প্রদর্শনের জন্য	সর্বোচ্চ ১৫০(একশত পঞ্চাশ) টাকা	প্রতি গ্রাহক সংযোগের জন্য মাসিক ৫০ টাকা
(২)	ন্যূনতম ১৫ টি পে-চ্যানেলসহ মোট ৪০ টি চ্যানেল প্রদর্শনের জন্য	সর্বোচ্চ ২০০(দুইশত) টাকা	প্রতি গ্রাহক সংযোগের জন্য মাসিক ৬০ টাকা
(৩)	ন্যূনতম ২০ টি পে-চ্যানেলসহ মোট ৫০ টি চ্যানেল প্রদর্শনের জন্য	সর্বোচ্চ ২৫০(দুইশত পঞ্চাশ) টাকা	প্রতি গ্রাহক সংযোগের জন্য মাসিক ৮০ টাকা
(৪)	ন্যূনতম ২৫ টি পে-চ্যানেলসহ মোট ৬০ টি বা তদুর্ধ্ব চ্যানেল প্রদর্শনের জন্য	সর্বোচ্চ ৩০০(তিনশত) টাকা	প্রতি গ্রাহক সংযোগের জন্য মাসিক ১০০ টাকা

২। উপরোক্ত প্রজ্ঞাপন 'কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১০' এর বিধিমালার ৪ নং তফসিলে প্রতিস্থাপিত হবে।

৩। 'কেবল্ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সি বিধিমালা, ২০১০ এর ৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ১০ জুলাই ২০০৭ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং-তম/টিভি-২/১ডি-১/২০০৭/১০১০(১৬) বাতিল করা হল।

মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অফিস আদেশ

তারিখ, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং এডি-পি(২)-২২৭৮—যেহেতু, মিজ আফরিনা বেগম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর অনুকূলে ২৩ জুলাই ২০০৮ তারিখের এডি-পি(২)-২২৭৮ মঞ্জুরীপত্র মূলে ১৫ জুন ২০০৬ তারিখ হতে ১৪ জুন ২০১১ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি (extra-ordinary leave) মঞ্জুর করা হয়। যা তিনি তাঁর স্বামীর কর্মস্থল বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন, ম্যানচেষ্টার-এ অতিবাহিত করেন;

যেহেতু, পরবর্তীতে মিজ আফরিনা বেগম পুনরায় তাঁর ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলে তা যথাযথ পরীক্ষান্তে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নামঞ্জুর হয় এবং ফলশ্রুতিতে তিনি ১৫ জুন ২০১১ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত বলে গণ্য হয়;

যেহেতু, তিনি তাঁর ছুটি বর্ধিতকরণের আবেদনে ছুটি বৃদ্ধিকরণ সম্ভব না হলে স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে অব্যাহতি চেয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক হওয়ায় বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরী আপনা আপনি অবসান ঘটেছে; এবং

যেহেতু, তাঁর স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে অব্যাহতির আদেশ জারির প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর বিধি-৩৪ মোতাবেক মিজ আফরিনা বেগম, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর চাকুরি অবসান (Ceased) করা হল। এ আদেশ মিজ আফরিনা বেগম-এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১৫ জুন ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং ঐ তারিখ হতে উক্ত ব্যক্তিগত কর্মকর্তার পদটি শূন্য বলে গণ্য হবে।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৫ ফাল্গুন ১৪২০/ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪২.০৩১.০০৬.০০.০০.০৫৯.২০১১-১০০—নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন) এর ধারা ৫ ও ৬ বলে গঠিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালনা বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে সরকার ১০ম জাতীয় সংসদের ফরিদপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রহমানকে মনোনীত করলেন।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো এবং এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাঃ নায়েব আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

নং ৩০.০০.০০০০.০১৭.০০৬.০০১.৯৯(অংশ)-৪৭—গত ১১ জুলাই, ২০০৭ এ জারীকৃত "Bangladesh Biman Corporation (Amendment) Ordinance, 2007" এর আলোকে কর্পোরেশন হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ The Companies Act, 1994-এর আওতায় স্বাক্ষরিত Articles of Association of Biman Bangladesh Airlines Limited এর অনুচ্ছেদ-৩৮ অনুযায়ী বিমানের সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের জন্য নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

চেয়ারম্যান

(১) এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ, এনডিসি, বিইএমএস, পিএসসি (অব.)।

পরিচালকবৃন্দ

(২) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

(৩) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

(৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(৫) এ,এফ,এম, মেজবাহ উদ্দিন, সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট।

(৬) সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (অপারেশন এন্ড ট্রেনিং)।

(৭) ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

(৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

(৯) অধ্যাপক মোঃ কামাল উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১০) শাহ মোঃ জাকারিয়া ভূঁইয়া, এফসিএ, এস এম জাকারিয়া এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট।

পরিচালক (পদাধিকারবলে)

(১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ শাখা-০২

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২২৩.১২-২৫—খুলনা জেলার ৩৮/৭০-৭১ নং এল,এ কেসটির গেজেট বিগত ০৮-১০-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত এল, এ কেসে এস,এ দাগ নং-(আংশিক)-৫৮ এর পরিবর্তে ৫৯ ভুলবশতঃ গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

এক্ষণে, উক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এল এ কেসে এস, এ দাগ নং আংশিক ৫৯ এর পরিবর্তে ৫৮ পড়তে হবে।

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৬২(বি)/৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০১৫.১৪-২৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-০৪-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি, মৌজা-সম্বলকাঠি, জে. এল. নং ৯১।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৭৬, ৩৬	৩৭৮	আংশিক	০	০৭
৪০	৩৭৯	,,	০	০৩
৩৫৫	৩৮০	,,	০	০৫
৩৫৫	৩৮১	,,	০	০৪
২০৯	৪২১	,,	০	০৪

সর্বমোট=০.২৩ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৫০(বি)/৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০১৪.১৪-২৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০২-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি, মৌজা-নোয়াপাড়া, জে. এল. নং ১১০।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৮৩৭	৯২৮	পূর্ণ	০	১৩
৭৪৭	৯২৯	,,	০	৩১
৩৭৮	৯৩০	,,	০	২৭
৫৬৯	৯৩১	,,	০	৩৪
৮৩৭	৯৩২	আংশিক	০	৮০

সর্বমোট=১.৮৫ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

শাখা-১১
এল.এ. কেস নং-১৩৮(w)/১৯৬২-৬৩
"ঘোষণাপত্র"
ফরম-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৫৮.১৩-৩৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-০২-৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হ'ল।

তফসিল

জেলাা ঃ পটুয়াখালী, উপজেলা ঃ কলাপাড়া, মৌজা ঃ সোনাপাড়া, জে.এল. নং-৩৮, সিট নং-০২

খতিয়ান (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৯০	৬০১	২.০৮
		মোট=২.০৮ একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৩০(বি)৭৮-৭৯
ফরম-ঘ
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০১১.১৪-৩৪—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-০৪-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি, মৌজা-গগণ, জে. এল. নং ১৫।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৫৪৩	১৪২	আংশিক	০	১৩
৫৪০	১৪৪	,,	০	০৫
৫৮৯	১৪৫	,,	০	১৯
১০৪, ২৪৩, ২৭৯	১৪৭	,,	০	০৮
৩৩২	১৯৪	,,	০	০৫

সর্বমোট জমির পরিমাণ=০.৫০ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৬৭(বি)৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০১৬.১৪-৩৫—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৩০-০৬-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি, মৌজা-লেস প্রতাপ, জে.এল. নং ৯৪।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক /পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
২০১	৫১	আংশিক	০	০৪
৪৯, ৮১	৫৩	,,	০	০৩
১১৫	২৬০	,,	০	০৩
৬	২৬১	,,	০	০৪
৭৫	২৬৬	,,	০	০২
১১৫	২৬৭	,,	০	০২
২৩, ২৬	৩৩৮	,,	০	০২
১৪৮	৩৩৯	,,	০	০২
২৩, ২৬	৩৪০	,,	০	০৩
৫	৩৪২	,,	০	০৩
১৬৫	৩৫১	,,	০	১০
১১৫	৩৫২	,,	০	০৪
১১, ১২, ১৪১, ১৪৩	৩৫৩	,,	০	০৩
১, ১৫০	২৫৯	,,	০	১৫

সর্বমোট জমির পরিমাণ=০.৬০ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

এল.এ. কেস নং-৮(বি)৭৮-৭৯
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৮.১৪-৩৬—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-১২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি, মৌজা-মালিপুর, জে.এল. নং ৪২।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৩৭৬, ৬৩৬, ৭৫৩, ৭৫৪	১২	আংশিক	০	০৪
৫৭৬	১৬	,,	০	১৮
২৯, ৩০, ১	১৭	,,	০	০১
৮৯২	১৮	,,	০	৩০
৭৩৭	২০	,,	০	৪০
১৫, ১০০, ৬৩৮	২৭	,,	০	০৩

সর্বমোট জমির পরিমাণ=০.৯৬ একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

কেস নং-১৭০(বি)৭৭-৭৮

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০০৭.১৪-৩৭—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০১-০৩-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ (৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ (৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা-ঝালকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি, মৌজা-নথুল্লাবাদ, জে. এল. নং ২৪।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/ পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
২৬৯	১২০	আংশিক	০	০৪
৩৩০	১২১	,,	০	০১
৬৫, ৮৫	১২২	,,	০	০২
৬৭, ৯৩	১২৩	,,	০	০৩
৩৩	১৫৩	,,	০	০২
৬৪, ২০৬	১৫৫	,,	০	০৭
২৯১	১৫৬	,,	০	০২
২১০	১৫৭	,,	০	০৩
২০৮, ৩০৯, ৩১০	১৬১	,,	০	০৩
২০৮, ৩০৯, ৩১০	১৬৩	,,	০	০৩
২০৩	১৯৫	,,	০	১০
২০৩	২১০	,,	০	০৭
২১৫	২১১	,,	০	১১
২১৫	২১৪	,,	০	০৩
২১৫	২১৫	,,	০	০৪
৬৭, ৯৪	২১৬	,,	০	০৫
৬৭, ৯৪	২১৭	,,	০	০২
২৯৬	৪০২	,,	০	১২
৪৮৯, ৫৩১	৪১১	,,	০	০৬
৪৮৯, ৫৩১	৪১৭	,,	০	০১
২৬২	৪২১	,,	০	০৭
২৬২	৪২২	,,	০	০২
৪৫৯	৫৯৫	,,	০	০৬
৪৫৯	৬০৩	,,	০	০৩
৪৫৫	৬০৪	,,	০	০৮
১৫৮, ৪৫৮	৬০৬	,,	০	০৫

সর্বমোট জমির পরিমাণ=১.২২একর।

জমির নকশা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

এল,এ কেস নং-২৫(বি) ৭৮-৭৯

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০১০.১৪-৩৮—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৫-১২-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫(৫) ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫(৭) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

জেলা ঝালকাঠি, উপজেলা ঝালকাঠি, মৌজা বালিঘোনা, জে.এল নং-১৩।

খতিয়ান নং	দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
			একর	শতাংশ
৭৩৭, ১৪১৬	৫৫০	আংশিক	০	২০
৩	৫৫২	পূর্ণ	০	২৬
১৪১৭	৫৫৩	আংশিক	০	৬৬
১০২৩, ১০২৪	৫৫৫	,,	০	২৪
১১০১	৫৫৬	,,	০	০৮
৭৩৭, ১৪১৬	৫৫১	,,	০	০২
২	৪৯৩	,,	০	০২
সর্বমোট জমির পরিমাণ=১.৪৮ একর।				

জমির নকসা জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি এর কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
যুগ্মসচিব।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪/১ ফাল্গুন ১৪২০

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১২.১২-২৪—জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৩), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে ০৪-০৫-২০০২ তারিখের ১৮৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে যুক্তরাষ্ট্রে Computer Programming & Information Technology এর উপর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছুটি ভোগের তারিখ হতে ১৮ (আঠার) মাসের শিক্ষা ছুটি শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হয়। গত ০৫-০৬-২০০৩ তারিখের ২২১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে কানাডার Concordia University-তে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স কোর্স করার জন্য তাঁর অনুকূলে ১৮ (আঠার) মাসের ছুটির সাথে আরো অতিরিক্ত ১৯ (উনিশ) মাস অর্থাৎ (১৮+১৯)=৩৭ মাসের মধ্যে ২৮ মাস অর্ধগড় বেতনে এবং পরের ৯ মাস বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে মঞ্জুরীকৃত ৩৭ মাসের ছুটির সাথে আরো অতিরিক্ত ২৩ মাস বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু জনাব মোঃ মাহবুব আলম তিন দফায় মঞ্জুরীকৃত ৫(পাঁচ) বছর শিক্ষা ছুটি শেষে ০৩-০৫-২০০৭ তারিখ অপরাহ্নে কর্মস্থলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২৪-০৬-২০০৭ তারিখ ৫(পাঁচ) বছরের লিয়েন মঞ্জুরীর জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ বিভাগে আবেদন করলে বিগত ০৮-০৮-২০০৭ তারিখের আরএইচই/৮পি-৫৬/২০০১-৪৩৯ সংখ্যক স্মারকমূলে তাঁর লিয়েন মঞ্জুরীর আবেদন বিবেচনা করা যাচ্ছে না মর্মে তাঁকে অবহিত করা হয়। অতঃপর তাঁর ০৪-০২-২০০৮ তারিখের লিয়েন আবেদনটি পুনঃবিবেচনার জন্য সুপারিশসহকারে প্রধান প্রকৌশলী ০৩-০৩-২০০৮ তারিখে ৩৪১-ই সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণ করলে বিগত ১৬-০৪-২০০৮ তারিখের ৩০৫ সংখ্যক স্মারকে লিয়েন পুনঃবিবেচনার আবেদনটি বিবেচনা করা যাচ্ছে না মর্মে তাঁকে পুনরায় অবহিত করা হয়;

যেহেতু জনাব মোঃ মাহবুব আলম লিয়েন আবেদন নামঞ্জুর হওয়ার বিষয় জেনেও গত ১৬-০৪-২০০৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে তাঁর বিরুদ্ধে কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২ (ডি) ও (এফ) মোতাবেক যথাক্রমে ডিজারশন ও অসদাচরণ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অবিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী তাঁর নিকট প্রেরণ করা হলে তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসে। সে প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২) (সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (বর্তমানে যুগ্মসচিব)- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৯-০৪-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৩) এর বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশন এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক চাকুরি থেকে বরখাস্তকরণ (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশও প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসে। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের অভিমত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৩), কে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৩), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু এক্ষণে জনাব মোঃ মাহবুব আলম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০৫০৭৩), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক গত ১৬-০৪-২০০৮ হতে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

তারিখ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪/০৫ ফাল্গুন ১৪২০

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৪.১২-২৭—জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), (পরিচিতি নম্বর-০০০১৭৯), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (যান্ত্রিক) পদ, ঢাকা-কে ১৯-০৯-২০০৫ আরএইচই-১/২এম-৩২/৯৭-৭৬০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে Senior Consultant (Training Manager) হিসেবে WSP imc Ltd. UK- এর বাংলাদেশ অফিসে ২ (দুই) বছরের জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে একই অফিসে HR and Governance Advisor হিসেবে ১০-১২-২০০৭ তারিখের সজস-১/২এম-৩২/৯৭-৬৪০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে লিয়েনের মেয়াদ ০১-১০-২০০৭ তারিখ হতে ৩১-০৩-২০০৯ তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) বছর ৫ (পাঁচ) মাস বর্ধিত করা হয়। তাঁর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত লিয়েনের মেয়াদ ০১-০৪-২০০৯ তারিখ শেষ হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু এ প্রেক্ষাপটে জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(ডি) মোতাবেক ডিজারশন এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী তাঁর নিকট প্রেরণ করা হলে তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসে। সে প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের উপসচিব খন্দকার ফাতেমা বেগম (বর্তমানে যুগ্মসচিব)-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ০২-০৭-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), (পরিচিতি নম্বর-০০০১৭৯) এর বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশন এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশও প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসে। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), (পরিচিতি নম্বর-০০০১৭৯), কে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু এ প্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), (পরিচিতি নম্বর-০০০১৭৯), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (যান্ত্রিক) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু এক্ষণে জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), (পরিচিতি নম্বর-০০০১৭৯), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (যান্ত্রিক) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক গত ০১-০৪-২০০৯ তারিখ হতে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৯.১২-২৮—জনাব মোঃ নাজমুস সাদাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০১০৩০), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে অষ্ট্রেলিয়ার RMIT University-তে Doctor on Project Management কোর্সে অধ্যয়নের জন্য ১২-০২-২০০৫ তারিখের সজস-১/৮পি-১৩/০৫-১৪৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে মার্চ, ২০০৫ হতে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর অর্ধগড় বেতনে অধ্যয়ন ছুটি শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হয়। ০৪-০১-২০০৬ তারিখের ০৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে মঞ্জুরীকৃত ১ (এক) বছর ছুটির সাথে আরো অতিরিক্ত ১ (এক) বছর অর্ধগড় বেতনে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয়। উক্ত কোর্সটি সমাপ্তির অনুমতিসহ ৩১-০১-২০০৭ তারিখের ৩৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে আরো অতিরিক্ত ০২ (দুই) বছর বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে ২৯-০৩-২০০৯ তারিখের ৩৫৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে মঞ্জুরীকৃত ০৪ (চার) বছরের ছুটির সাথে মার্চ, ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১০ পর্যন্ত আরো অতিরিক্ত ১(এক) বছর বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু জনাব মোঃ নাজমুস সাদাত, চার দফায় মঞ্জুরীকৃত ৫(পাঁচ) বছরের শিক্ষা ছুটি ফেব্রুয়ারি, ২০১০ মাসে শেষ হওয়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক চাকুরীতে যোগদান ব্যতিরেকে পুনরায় বৈদেশিক চাকুরীতে ২ (দুই) বছরের লিয়েন মঞ্জুরীর জন্য তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৩-০৫-২০১০ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫. ০০.০০.১৩.২০০৫-২৯০ সংখ্যক স্মারকমূলে ০১-০৩-২০১০ তারিখ হতে ২ (দুই) বছরের লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। উক্ত লিয়েনের মেয়াদ ২৯-০২-২০১২ তারিখে শেষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু এ প্রেক্ষাপটে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২ (ডি) অনুযায়ী ডিজারশন এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী তাঁর নিকট প্রেরণ করা হলে তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরৎ আসে। সে প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২) (সি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ আজাহারুল ইসলাম খান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৭-০৩-২০১৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ নাজমুস সাদাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০১০৩০) এর বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশন এর অভিযোগ প্রমাণিত

হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) অনুযায়ী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশও প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত আসে। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোঃ নাজমুস সাদাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০১০৩০), কে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ নাজমুস সাদাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০১০৩০), সড়ক ও জনপথ অদিধপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু এক্ষণে জনাব মোঃ নাজমুস সাদাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), (পরিচিতি নম্বর-০০১০৩০), সড়ক ও জনপথ অদিধপ্তর, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী গত ২৯-০২-২০১২ তারিখ থেকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ ফাল্গুন ১৪২০/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-২২/২০১৩/৩২৯—যেহেতু, জনাব উকিল চন্দ্র রায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পীরগাছা, রংপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব উকিল চন্দ্র রায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর (সাবেক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পীরগাছা, রংপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) উপ-বিধি মোতাবেক ১ (এক)টি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হল। ভবিষ্যতে তিনি স্থগিতকৃত বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

২। জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আখতার হোসেন
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ (শ্রম-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ মাঘ ১৪২০/১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪০.০০.০০০০.০২৩.০৩.০০২.১৩-৪১—জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার সংস্থান মোতাবেক নিম্নরূপ জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (NCLWC) গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী

সদস্যবৃন্দ

(২) সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
(৩) সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৪) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৫) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(৬) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৭) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(৯) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
(১০) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১১) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(১২) মহা-পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট)
(১৩) মহা পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(১৪) যুগ্ম-সচিব (শ্রম), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
(১৫) শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর
(১৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
(১৭) কান্ট্রি ডাইরেক্টর, ইউনিসেফ-বাংলাদেশ
(১৮) পরিচালক, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-বাংলাদেশ

(১৯) কান্ট্রি ডাইরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন-বাংলাদেশ

(২০) পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম

(২১) নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

(২২) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি

(২৩) মালিক পক্ষের প্রতিনিধি (৩ জন)

(২৪) শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি (৩ জন)

(২৫) চেয়ারম্যান, শিশু কল্যাণ পরিষদ

(২৬) কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (এনজিও-২ জন, শিশুশ্রম বিষয়ে কাজ করেন এমন অভিজ্ঞ-২ জন)

সদস্য-সচিব

(২৭) উপ-প্রধান (শ্রম), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পরিষদের কার্যপরিধি ঃ

(১) দেশের সার্বিক শিশুশ্রম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

(২) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং এ সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান;

(৩) প্রতিকূল শিশুশ্রম পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের দিক নির্দেশনা প্রদান;

(৪) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন সমন্বয়;

(৫) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(৬) শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম এবং উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(৭) প্রয়োজনে পরিষদে প্রতিনিধি কো-অপ্ট করা যাবে;

(৮) পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের চাইল্ড লেবার ইউনিট পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর
সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ০১ ফাল্গুন ১৪২০/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪১.০০.০০০০.০৩৬.০১.০৬০.১৪-২৯৭—যেহেতু, ১১-২-২০১৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২টায় সমাজসেবা অধিদফতরাধীন কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টংগী, গাজীপুর এর ২০জন কিশোর নিবাসী নিজেদের শরীর টিউব লাইটের ভাঙ্গা কাচ দিয়ে কেটে জখম করে এবং যেহেতু নিবাসীগণকে কারণে অকারণে নির্যাতন, অভিভাবক দিবসে অভিভাবকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করার প্রতিবাদ হিসেবে কিশোর নিবাসীরা একাজ করেছে বলে ১২-০২-২০১৪ তারিখ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর পরিদর্শনকালে জানা যায় মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন এবং যেহেতু আপনি জনাব এস এম আনোয়ারুল করিম, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর (বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়ে সংযুক্তিতে নিয়োজিত) এর এহেন আচরণ দায়িত্ব পালনে অবহেলার সামিল;

সেহেতু, এস এম আনোয়ারুল করিম, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর (বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়ে সংযুক্তিতে নিয়োজিত) এর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী শৃংঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১(১) মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

তিনি প্রচলিত নিয়মে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষভাতা পাবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাছিমা বেগম এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪২০/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৩৪.০০২.১২-৭২—ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর ৭নং ধারামতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব (সমন্বয় শাখা-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(৩) উপসচিব সংশ্লিষ্ট অধিশাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(৪) জনাব বীর কিশোর চাকমা, সম্মানিত সদস্য, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

(৫) জনাব শ্রীলা তালুকদার, প্রধান শিক্ষক, খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

(৬) জনাব মধু মঙ্গল চাকমা, প্রাক্তন সভাপতি, চাকমা একাডেমী, খাগড়াছড়ি

(৭) এ্যাডঃ রতন কুমার দে, বিশিষ্ট নাট্যকর্মী, খাগড়াছড়ি

(৮) জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি

(৯) জনাব অংসুই মারমা, বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী, খাগড়াছড়ি

সদস্য-সচিব

(১০) উপপরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।

২। ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর ৭ (২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং (৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ০৩-০৮-২০১৩ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর হবে।

ফাহমিদা আখতার
উপসচিব (অধিঃ৭)।

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪২০/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং সবিমস/শাঃ-৬/প্রত্নঃঅধি-১০/২০১০(অংশ)/১৪২—গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় পুরাতন কাচারি বাড়িটি প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাকীর্তির গুরুত্ব থাকায় ১৯৬৮ সালের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, সরকার প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারা (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা?	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১)	পুরাতন কাচারী বাড়ী গ্রামঃ মুকসুদপুর পুরাতন কাচারী বাড়ী উপজেলা-মুকসুদপুর জেলা-গোপালগঞ্জ	১৩নং মুকসুদপুর	০১	২০৩	০.৩১	উত্তরে-মুকসুদপুর বাওড় দক্ষিণে-বিশ্বরোড পূর্বে-চাঁদমিয়ার বাড়ী পশ্চিমে-সরকারি খাল	বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসাক, গোপালগঞ্জ	হ্যাঁ	প্রাচীন ঐহিত্য সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিদর্শন মুকসুদপুর বাওড় সংলগ্ন অত্র ভবনটি পর্যটন সম্ভাবনাময় কেন্দ্র হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সরদার মতিয়ার রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অধিশাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ মাঘ ১৪২০/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং সবিম/শাঃ৭/ক্ষুদ্র নৃ সাঃপ্রঃ-০৪/২০১০/৫৬—ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর ৭নং ধারামতে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কক্সবাজার এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব (সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৩) উপসচিব (অধিশাখা-৭), সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৪) অধ্যক্ষ ক্য থিং অং, চাউল বাজার সড়ক, কক্সবাজার।

(৫) অধ্যাপক মং ব্রা ছিন, পানেরছড়া রাখাইন পাড়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রাম, কক্সবাজার।

(৬) অধ্যাপক অং থিং মং, হারবাং রাখাইন পাড়া, চকরিয়া, কক্সবাজার।

(৭) জনাব ছা নু অঝ মাস্টার, হোয়াইক্ষ্যং, টেকনাফ, কক্সবাজার।

(৮) জনাব আশিক উল্লাহ রফিক, মহেশখালী, কক্সবাজার।

(৯) এডঃ তাপস রক্ষিত, রক্ষিত মার্কেট, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।

সদস্য-সচিব

(১০) পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।

২। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ এর ৭ (২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং (৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ০৩-০৮-২০১৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

ফাহমিদা আখতার
উপসচিব (অধিশাখা-৭)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৭৭.২১.০০২.১৩-২০৩—৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০১৪ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় আইন শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে জনস্বার্থে বৈধ ও লাইসেন্সধারী অস্ত্র মালিকদের সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বিষয়ে The Arms Act 1878 (Act No. XI of 1878) এর Section-17-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত আদেশ জারী করিল ঃ

(২) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ভোটগ্রহণের পূর্ববর্তী ০৭ দিন হইতে ভোটগ্রহণের পরবর্তী ০৭ দিন পর্যন্ত সকল আগ্নেয়াস্ত্র মালিকদের অস্ত্রসহ চলাচল কিংবা অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন না করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিল।

(৩) যাহারা এই আদেশ লংঘন করিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা ঃ

(ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সহিত সম্পৃক্ত সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য।

(খ) সরকারি-আধাসরকারী এবং বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরী।

ব্যাখা ঃ এই আদেশে "আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫২ তে সংজ্ঞায়িত বাহিনীকে বুঝাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, কে, মফিজুল হক
যুগ্ম-সচিব (রাজ-৪)।

কারা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ মাঘ ১৪২০/১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৩.০৮.০০২.২০১৩-৪৩—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে কারা অধিদপ্তরে প্রেষণে কর্মরত কারা মহাপরিদর্শক ও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শককে সেনাবাহিনীর র‍্যাঙ্ক ব্যাজসহ কারা বিভাগের জন্য নির্ধারিত রং এর পোশাক পরিধানের অনুমোদন আদিষ্ট হয়ে প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সালমা বেগম
উপ-সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-২ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.১৫৫.২০১৩-৬৫—যেহেতু, ডাঃ কাশেফা ফারহীন (১২৫১১৭), সহকারী সার্জন, কুলিয়া ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মেলান্দহ, জামালপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৩-০২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ কাশেফা ফারহীন (১২৫১১৭), সহকারী সার্জন, কুলিয়া ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মেলান্দহ, জামালপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ ৪(২) (বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারি হওয়ার তারিখ থেকে ২ (দুই) বৎসর সময় পর্যন্ত স্থগিত করা হল। ভবিষ্যতে তিনি বকেয়া হিসেবে এ বেতন প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৬.২০১৪-৬৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মাইনুল ইসলাম মজুমদার (৩৭৩৩৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথিসিয়া) (চঃদাঃ), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে' কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৮-০২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক ডাঃ মোঃ মাইনুল ইসলাম মজুমদার (৩৭৩৩৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথিসিয়া) (চঃদাঃ), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর কে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

এ.এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৬.২০১৩-১৪৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মঈনুল মোর্শেদ (১১১৩৬৫), ইনডোর মেডিকেল অফিসার (আইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-০২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়।

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মোঃ মঈনুল মোর্শেদ (১১১৩৬৫), ইনডোর মেডিকেল অফিসার (আইএমও), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫৬.২০১৩-১৫০—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জহির উদ্দিন মোল্লা (১২০৮৫১), সহকারী রেজিস্ট্রার, থোরাসিক সার্জারী বিভাগ, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টুংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ)- এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১২-০২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, হেপাটাইটিস এ আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রামে থাকায় যথা সময়ে পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করতে বিলম্ব হয়েছিল;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মোঃ জহির উদ্দিন মোল্লা (১২০৮৫১), সহকারী রেজিস্ট্রার, থোরাসিক সার্জারী বিভাগ, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে নবীন কর্মকর্তা হওয়ায় সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হল।

তারিখ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৬.২০১৩-১৬০—যেহেতু, ডাঃ আলী হায়দার মোহাঃ তোহুরুল ইসলাম (৪১৮৫৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট, রেডিওলজি, সদর হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৭-০২-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ কারণে তিনি কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে ১৭-০৯-২০১৩ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ আলী হায়দার মোহাঃ তোহুরুল ইসলাম (৪১৮৫৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট, রেডিওলজি, সদর হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে নবীন কর্মকর্তা হওয়ায় সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ ফাল্গুন ১৪২০/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং ৪৭.০৩৭.০১৪.০০.০০.১২৩.২০১৩-৫৩—পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে দেশের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, পাবনা, টাঙ্গাইল এবং জামালপুর জেলায় বাস্তবায়নাধীন "চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় (সিএলপি-২)" শীর্ষক প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সমন্বয়, পর্যালোচনা ও তদারকির জন্য নিম্নরূপভাবে উপজেলা সমন্বয় উপ-কমিটি (Upazila Co-ordination Sub-Committee) গঠন করা হলো ঃ

ক) কমিটি গঠন ঃ

উপদেষ্টা

(১) উপজেলা চেয়ারম্যান

সভাপতি

(২) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

সদস্যবৃন্দ

(৩) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

(৪) কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ

(৫) কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংস্থার প্রতিনিধি (১ম সভার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে)।

(৬) চেম্বার অব কমার্স অথবা বেসরকারি খাতে প্রতিনিধি (১ম সভার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে)।

খ) কমিটির কর্মপরিধি (Terms of Reference) :

- প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকায় প্রকল্পের কর্মকান্ডের বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা জন্মানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ের স্টোকহোল্ডার প্রতিনিধিদের একত্রীত করা;
- সামগ্রিক কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সাথে বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের স্টোকহোল্ডারদের স্বার্থ যাতে ন্যায়সম্মত এবং কার্যকরভাবে প্রতিপালিত হয় তা নিশ্চিত করা;
- প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা সমন্বয় সাব-কমিটির কাছে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও সাফল্য তুলে ধরার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করে সভাপতিকে সহায়তা প্রদান;
- কর্মসূচি সম্পর্কিত বিষয়ে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পিত কর্মকান্ডের তথ্য উপজেলায় কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা; এবং
- স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনবোধে সহায়তা কামনা করা যাতে সরকার এবং প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থানীয় লোকজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদান করতে পারে।

গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

ঘ) কমিটি ১ (এক) মাস পর পর সভায় মিলিত হবে।

ঙ) চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২ প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারী কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সহকারী প্রধান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২১/২৯ মে, ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১২৯.১২-৬০৪—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ডা. মোঃ জাহেদুল ইসলাম (৭৩৬৫) গত ১৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ রবিবার রাত ৯.১৫ টায় ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)।

২। মরহুম মোঃ জাহেদুল ইসলাম ২২ অক্টোবর ১৯৫৬ তারিখ বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০৫ জানুয়ারি ১৯৮১ তারিখ বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ১৫-১০-২০০৬ খ্রি. তারিখ উপসচিব এবং ০১-১১-২০১০ খ্রি. তারিখ যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোঃ জাহেদুল ইসলাম দীর্ঘ চাকরি জীবনে একজন কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও মিষ্টভাষী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম ডা. মোঃ জাহেদুল ইসলাম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি অকৃত্রিম সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।